

2022

ENGLISH LETTER WRITING, DRAFTING OF REPORT, PRÉCIS WRITING,  
COMPOSITION AND TRANSLATION

PAPER-II

Time Allowed — 3 Hours

Full Marks — 200

If the questions attempted are in excess of the prescribed number, only the questions attempted first up to the prescribed number shall be valued and the remaining ones ignored.

- ✓ 1. Write an essay on *any one* of the following topics: 40
- ✓ (a) Modern life in the Shadow of Artificial Intelligence.  
(b) Representation of Women's Empowerment in Literatures of the World.  
(c) Search Engines on the Internet : Lord or Devil?
- ✓ 2. Draft a report on the usefulness of making a year's internship in industry a compulsory part of college education (within 200 words only). 40
3. Compose (within 150 words) *any one* of the following letters using A, B, C instead of name and address: 40
- (a) To the Director General, NCC Regiment, Indian Army on the need to make NCC training a part of education in school.  
(b) To the Editor of a reputed English newspaper highlighting the insecurity faced by elderly people in Indian Society today.
- ✓ 4. Attempt a précis of the following passage (use special précis sheet provided for the purpose) and add a suitable title: 35+5=40

The medieval word for a Poet was a Maker, which indeed is the original meaning of a Poet. It is one of the points in which Greek and medieval simplicity nearly touch. There was never a man who was more of a Maker than Chaucer. He made a national language; he came very near to making a nation. At least without him it would probably never have been either so fine a language or so great a nation. Shakespeare and Milton were the greatest sons of their country; but Chaucer was the Father of his country, rather in the style of George Washington. And apart from that, he made something that has altered all Europe more than the Newspaper : the 'Novel'. He was a 'novelist' when there were no novels. I mean by the novel the narrative that is not primarily an anecdote or an allegory, but is valued because of the almost accidental variety of actual human characters.

But despite all this, what seems to be altogether missed is the greatness of Chaucer. Men emphasize the obvious things about him; they call him the Father of English Poetry, but only in the sense in which the same title has been given to an obscure Anglo-Saxon like Caedmon. They say that Chaucer marks the moment when our language began to be formed out of French and Saxon elements; but they see nothing elemental about the man who did so much to form it. They say that Chaucer borrowed from Boccaccio the notion of a framework of stories; and they admit that he brightened it a little by giving more personality to the tellers of the Canterbury Tales. They admit that this fourteenth-century man was acquainted with the nature of a joke; they concede a certain courtesy

and urbanity, and then generally turn to digging up the old original dull stories which Chaucer made interesting. But never does his name actually sound as a thunder-clap or a trumpet-peal, like the name of Dante or of Shakespeare. It may seem fanciful to say so, but the name of Chaucer has not yet completely achieved the sound of a serious thing. It is partly the popular sense that early English is a sort of pidgin English. It is partly the pedantic prejudice that medieval civilization was not civilized.

5. Translate *any one* passage given below into English:

40

(Who opted Bengali for Paper-I)

(a) রবীন্দ্রনাথ ধর্মীর সন্তান। তাঁর পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু সে ধর্মের সামান্য কিছুমাত্র তাঁর পৌত্ররা পেয়েছেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ একটা ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। তারপর হঠাৎ কি করে সেই সাম্রাজ্যের পতন হলো, সে রহস্যের সমাধান এখনো হয়নি, আর কখনো হবে বলে মনে হয় না। কারণ শুনেছি তাঁর ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। পৌত্রদের মধ্যে অনেকেই পিতামহের অনুসরণে ব্যবসা করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু কেউ সফল পাননি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জাহাজের ব্যবসা ফেল পড়লো। রবীন্দ্রনাথের কুষ্ঠিয়ার ব্যবসাও তাই। যাক, এ বিষয়ে বিস্তারিত বলতে আমি অনধিকারী। আর অনাবশ্যকও বটে। কিন্তু যে জন্যে এ প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম, তা নিতান্ত অকারণে নয়। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন বিশ্বভারতীর জন্য ভিন্কা করে বেড়িয়েছেন। আশানুরূপ ফল পাননি। প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র ভিন্কার্থী, তাঁর অভাবকে কেউ গুরুতর মনে করেনি। তবু কিছু দিতে হয়েছে।

(b) দিদার হাত ধরে মাঝেমাঝে যেতাম পিছাবনি হাটে। পিছাবনি এক আশ্চর্য নাম। পিছাবনি দীঘা-কাঁথি রাস্তায় একটি পুরাতন গঞ্জ। লবণ আইন সত্যগ্রহের অন্যতম ধাত্রীভূমি। পিছাবনী বাজারে একটা শহীদস্মৃতি স্তম্ভ আছে। পিছাবনী-কাঁথি অঞ্চল ছিল কায়স্থসন্তান বীরেন শাসমলের কর্মস্থল (তাঁর জীবনী 'শ্রোতের তৃণ'তে এই স্থানের নাম আছে)। পূর্বের নাম ছিল নিমদাসবাড়। লবণ সত্যগ্রহে পুলিশের গুলির সামনে দাঁড়িয়ে আন্দোলনকারীরা ঠিক করেন তাঁরা লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে পিছিয়ে যাবেন না। খালি হাতে দাঁড়িয়ে আইন অমান্য করবেন। ঔপনিবেশিক পুলিশের নির্মম লাঠিবৃষ্টির সামনে শয়ে শয়ে মানুষ পড়ে গেছেন, অন্যরা এগিয়ে এসে তাঁদের জায়গা নিয়েছেন। বিশেষত মেদিনীপুরের মেয়েরা এক ইতিহাস তৈরি করেছিলেন সেই আন্দোলনে আত্মদানের মাধ্যমে। তাঁরা না পিছিয়ে আইন অমান্য করেন পিছাবনি খালের মাটিতে লবণ তৈরি করে। সে লড়াইয়ের স্মরণে স্থানটির নাম মুখের কথায় পিছাবনি হয়ে যায়। আন্দোলনের তীব্রতায় স্থানের নাম পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া এক অসম্ভব রূপকথা। পিছাবনি খালের জল নিয়ে শুধু আইন ভাঙাই নয়, তার পরেও নুন তৈরি করেছেন মেদিনীপুরের লোকেরা। এটি তাঁদের জীবনযাপনের একটা নিয়মিত ধরণ ছিল।

Translate the Hindi passage into English (*any one*):

40

(Who opted Hindi in lieu of Bengali for Paper-I)

(a) प्रातः काल भ्रमण करने से प्रकृति के सौन्दर्य पान का लाभ मिलता है। शीतल, मन्द, सुगन्धित वायु प्राणों को जीवन प्रदान करती है। पक्षियों का कलरव, फूलों का मुस्कराना, हरी-भरी धरती पर सूर्य की अरुण किरणों का पड़ना, यह स्वर्णम आभा सम्पूर्ण वातावरण को स्फूर्तिमय बना देती है तथा तन-मन में ताज़गी आ जाती है। जहाँ दिन भर चारों ओर प्रदूषित वातावरण हमें रोगी बना देता है, वहीं प्रातः काल का ताज़गी भरा शुद्ध वातावरण तथा शुद्ध वायु हमें अनेक बीमारियों से छुटकारा दिलाते हैं। एक रोगी भी स्वच्छ वायु में भ्रमण करने से नीरोगी बन जाता है। सुबह की ओस भरी घास पर नंगे पैर चलने से आँखों की ज्योति बढ़ती है। तेज तेज हाथ हिलाते हुए भ्रमण करने से पुरे शरीर का व्यायाम होता है तथा मानसिक तनाव कम होता है। शुद्ध व ताज़ी हवा में सँस लेने से शरीर के सब अंगों को प्राणवायु मिलती है।